12

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 11 JUL 1998 ... ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2 .....

এডিবি সহায়তাপুষ্ট হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট

মাধ্যমিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত সংস্কার শূন্য, রাজনৈতিক চাপে উল্টো ফল

ইব্রাহিম আজাদ : এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সহায়তায় ২৪৩ কোটি ১৯ লাখ টাকা ব্যয়ে গৃহীত 'হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট'-এর কাজ শেষ হতে চললেও মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোগত কাঙ্ক্ষিত সংস্কারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১৩২টি বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে নবম ও দশম শ্রেণী এবং বেসরকারি ২৬টি সেকেন্ডারি স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খোলা তো হয়নি বরং উল্টো এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোকে ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরের জন্য রাজনৈতিক চাপ শুরু হয়েছে। কোনো কোনো উচ্চমাধ্যমিক কলেজে ইতিমধ্যে অনুমোদন ছাড়াই ডিগ্রি ক্লাস খোলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, এডিবি'র ঋণ সহায়তায় ৫ বছরমেয়াদি এই প্রকল্পের কাজ গ্রহণ করা হয় ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে। তবে বাস্তব কাজ শুরু হয় ১৯৯৩ সালে। '৯৭ সালের জুলাইতে এর কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও পরে তা চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ দেড় বছর বাড়ানো হয়।

সূত্রমতে, উন্নত দেশগুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক বলে আলাদা কোনো স্তর নেই। তাছাড়া চাহিদা অনুযায়ী বিদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তনও আনা হয়েছে। বাংলাদেশেও মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোগত সংস্কার করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পভুক্ত ১৩২টি বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে নবম ও দশম শ্রেণী খোলা এবং ২৬টি বেসরকারি সেকেন্ডারি স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খোলা। জাতীয় শিক্ষা নীতির প্রণীত খসড়াতেও একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ রাখা হয়েছে। এছাড়াও এ প্রকল্পের আরো উদ্দেশ্য ছিল ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত নতুন কারিকুলাম ও সে অনুযায়ী পাঠ্যবই প্রণয়ন, শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভবন নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ। এজন্য প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয় ৬১ লাখ টাকা। এর মধ্যে ৪০ লাখ টাকা ব্যয় হয় তিনতলা নতুন ভবন নির্মাণে। বাকি ২১ লাখ টাকায় সরবরাহ করা হয় কম্পিউটার, বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি, বইপত্রসহ আনুষঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ।

সূত্র আরো জানায়, এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত কলেজগুলোর উন্নয়নে এই শর্তে ঐ ৬১ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয় যে, কোনোক্রমেই এই উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোকে ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীত করা যাবে না। কারণ এতে ঐ কলেজগুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খোলার মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোগত সংস্কারের যে লক্ষ্য তা ব্যাহত হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ঐসব উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের কোনোটিতেই নবম ও দশম শ্রেণী খোলা হয়নি। আর প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার মুখে উল্টো এখন এসব কলেজকে ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন মহলের রাজনৈতিক চাপ শুরু হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিদিন এসব কলেজকে ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরের জন্য আবেদন আসছে। কিন্তু মন্ত্রণালয় উল্লেখিত শর্তের কারণে অনুমতি দিচ্ছে না।

ঐসব কলেজের শিক্ষকরা নবম ও দশম শ্রেণী খোলার চেয়ে ডিগ্রী ক্লাস খোলার ব্যাপারে অধিক উৎসাহী। এর কারণ তাদের ধারণা, নবম ও দশম শ্রেণী খুললে তারা স্কুল মাস্টার হয়ে যাবেন। তাদের স্ট্যাটাস থাকবে না। আবার ডিগ্রি ক্লাস খুললে তাদের স্ট্যাটাস বাড়বে। ঐ প্রকল্পের আওতাভুক্ত ২৬টি সেকেন্ডারি স্কুলের কোনোটিতেই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খোলা হয়নি। এর কারণ ঐসব স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বেশির ভাগই বিএবিএড। তাদের ধারণা, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খোলা হলে তারা আর প্রধান শিক্ষক থাকবেন না। অধ্যক্ষ হবেন মাস্টার ডিগ্রীধারীরা। সে জন্য তারা তাদের স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খুলতে উৎসাহী নন। তাছাড়া জুনিয়র সিনিয়র শিক্ষকদের বিষয়টিও আছে। নতুন ক্লাস খোলা হলে নবনিযুক্ত শিক্ষকদের স্ট্যাটাস নিয়েও পুরোনোরা শঙ্কিত।

সূত্র জানায়, এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ছাড়াই ডিগ্রী ক্লাস খুলে বসেছে। মন্ত্রণালয়ও এখন অনুমোদন না দিলেও প্রকল্পের মেয়াদ শেষে রাজনৈতিক চাপের মুখে অনুমোদন দিতে বাধ্য হবে বলে সংশ্লিষ্টদের ধারণা। কিন্তু এতে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো উন্নতি হবে না। অপরিকল্পিতভাবে ডিগ্রি কলেজের অনুমতি দেওয়া হলে সরকারের ব্যয়ও বাড়বে। এছাড়া দেখা যাবে এতে একই এলাকায় অনেকগুলো ডিগ্রি কলেজ হয়ে গেছে। যার কোনো আদৌ প্রয়োজন নেই। তাছাড়া কোনো ম্যাপিং ছাড়াই বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

সূত্র জানায়, জনপ্রতিনিধিরা চান তাদের আমলে স্ব স্ব এলাকায় ডিগ্রি কলেজ হোক। এতে তাদের প্রভাবও বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া প্রজেক্টের আওতায় ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে নতুন তিনতলা বিল্ডিং তৈরি হয়ে যাওয়ায় এবং ২১ লাখ টাকার শিক্ষা উপকরণ পাওয়ায় কোনো কোনো উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ঐ এলাকার ডিগ্রি কলেজের চেয়েও বেশি সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন হয়ে গেছে। তাই তারা কলেজগুলোকে ডিগ্রি কলেজ করার ব্যাপারে বেশি উৎসাহী।

তবে এই প্রকল্পের গৃহীত ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত নতুন কারিকুলাম ও সে অনুযায়ী পাঠ্য বই প্রণয়নের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় দেড় লাখ শিক্ষককে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য দেশের ৫টি বিভাগে ইনস্টিটিউটও খোলা হয়েছে বলে জানা গেছে।